হয়। নিজে না করিয়া অন্যের দ্বারা অর্চ্চন করাইলে নিজের ব্যবহার নিষ্ঠত্ব অথবা আলস্যের প্রতিপাদক হয়। অর্থাৎ নিজে যে ব্যবহারকার্য্যে অশক্ত অথবা অত্যন্ত অলস—ইহাই বুঝায়। অতএব তাহার অর্চ্চনমার্গে যে শ্রদ্ধা নাই, তাহাই বুঝায় বলিয়া অন্যদ্বারা অর্চ্চন করানো অত্যন্ত হীনতার পরিচায়ক। অকপটভাবে ইষ্টসুখানুকুলবৃত্তি অবলম্বনে বিস্তৃতভাবে অর্চ্চন করিবার যে উপদেশ ভগবান্ করিয়াছেন, সে উপদেশ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। পরিচর্য্যামার্গ যেমন দ্রব্যসাধ্য, অর্চ্চনমার্গও তেমনই দ্রব্যসাধ্য বলিয়া পরিচর্য্যামার্গ হইতে অর্চ্চনমার্গের পার্থক্য না থাকিলেও গৃহস্থের পক্ষে অর্চ্চন মার্গেরই প্রাধান্য। যেহেতু গৃহস্থের পক্ষে অত্যন্ত বিধির অপেক্ষা আছে। এস্থলের অভিপ্রায় এই যে—গৃহস্থের দেহাদিসম্বন্ধে বিবিধ কদর্য্যশীল হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তাহারা বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না থাকিলে উচ্ছৃলভাবে আসিবার বিশেষ আশঙ্কা। বিধির অধীন হইয়া চলিলে যাহা তাহা করিতে পারে না। অর্চ্চনটী না করিয়া পানভোজন করিতে পারিবে না—এইরূপ একটা শাসনের অধীন থাকা অবশ্যকর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা গৃহস্থ আশ্রমে আছেন, তাঁহাদের দেবতা উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগেও যাগ করা অবশ্যকর্তব্য। নানাদেবতা অর্চ্চন শাখাপল্লবে জলসিঞ্চনস্থানীয়। নিজ ইষ্টদেবের অর্চ্চন মূলে জলসেকস্থানীয়। অতএব গৃহস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে বৃক্ষমূলে জলসিঞ্চন করিলে শাখা-পল্লবাদির তৃপ্তি যেমন স্বতঃই হইয়া থাকে, তেমনই সর্ব্বদেবতার মূলস্থানীয় শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন করিলেই, শাখা-পল্লবস্থানীয় অন্য দেবতাগণের যাগ করা হয়। দেবতা উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ না করিয়া কেবল স্ত্রী-পুত্রের ভোগবিলাসে অর্থব্যয় করিলে মহাপাতক হইয়া থাকে। অতএব গৃহস্থের পক্ষে অর্চ্চন না করা মহানদোষ। অতএব স্কন্দপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যে পাওয়া যায়—যাহার গৃহে কেশবের অর্চ্চনা (শ্রীমূর্ত্তিপূজা) নাই, তাহার অন্ন অখাদ্যের মত বুঝিয়া ভোজন করিবে না। বিশেষতঃ যাহারা শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, তিনি গৃহস্থই হউন অথবা উদাসীনই হউন কিম্বা ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থই হউন, সকলেরই অবিশেষে নিজ ইষ্টপূজা না করিলে নরকপাতের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উল্লেখ আছে—বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত মানব এককাল দ্বিকাল অথবা ত্রিকাল শ্রীহরিকে পূজা করিবে। শ্রীহরির পূজা না করিয়া ভোজন করিলে বিবিধ নরকে গমন করিতে হয়। অগ্নিপুরাণে উল্লেখ আছে—যে জন পূজা করিতে অসক্ত বা অযোগ্য, সে জন বিষ্ণুর পূজা হইলে অথবা পূজা করিবার সময় ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দর্শন ও অনুমোদন করিলে পূজাফল লাভ করিয়া থাকে। মূল শ্লোকে "যোগফলং